লটবহরহীন বাপ্পা মজুমদার

কর্ণফুলী রিপোর্ট

অষ্ট্রেলিয় প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে নববর্ষ উদযাপন করতে এবার শুধুমাত্র বাপ্পা মজুমদার সিডনীতে আসছেন। চলতি বছরের প্রথম চর্তুভাগের দিকে সিডনীর একটি রাজনৈতীক (বাংলাদেশী) সংগঠন বাপ্পাকে তাদের অনুষ্ঠানে গান গাইতে আনবে বলে ব্যাপক ঢাকঢোল পিটিয়ে কানের পর্দা ফাটিয়েছিল সকলের। শেষে ভিসা জটিলতার কারনে বেচারা বাপ্পা আসতে পারেনি সিডনীতে। কিন্তু তবুও ঐ সংগঠনটি প্রচারণা ও প্রতারনার মাধ্যমে বাপ্পার আগমন বিষয়ে সকলকে অনুষ্ঠানের শেষ সময়টি পর্যন্ত ধাঁধাঁয় রেখেছিল। সে কিস্তিতে সিডনীর সহস্র আগ্রহী শ্রোতারা বাপ্পা বিষয়ে নির্ঘাত ধাপ্পা খেয়েছিল। তারপর এ বছরের শেষ চর্তুভাগের দিকে ব্যক্তিমালিকানাধীন সিডনীভিত্তিক একটি বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক-তেজারতি সংগঠন প্রয়াত কণ্ঠশিল্পী মাহমুদুন নবী'র কন্যা ফাহমিদা'র সাথে প্রখ্যাত সুরকার বারীন মজুমদারের পুত্র বাপ্পা মজুমদারকে গাইতে এনেছিল সিডনীতে। নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানা যায় যে, সিডনীতে এখন বাংলাদেশী অভিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজারের কাছাকাছি। কিন্তু প্রচার স্বল্পতা ও অজানা কিছু কারনে এই দুই তরুন শিল্পী তাদের অনুষ্ঠানে এক-তৃতিয়াংশের অধিক শ্রোতা হলে তখন দেখতে পায়নি। তুখোড় গিটার বাজিয়ে বাপ্পা সে সন্ধ্যায় গ্রীক দেবতা অরফিউসের মত ভগ্ন হৃদয়ে গিটারের তারে অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে করতে মঞ্চ থেকে অসহায়নেত্রে ফাঁকা হলের দিকে তাকিয়ে বার বার শীর নত করে ফেলেছিল। শ্রোতা স্বল্পতায় লাবণ্যময়ী ফাহমিদার উজ্জল তামাটে রঙটি বার বার ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনেকের মতে বুঝ ও অবুঝ বয়সের (নাবালক ও সাবালক) সর্ব সাকুল্যে ৩১১ জন শ্রোতা হয়েছিল তাদের সেই সঙ্গীতানুষ্ঠানে। শিল্পীদ্বয়ের হৃদয়ের অন্তক্ষরন দেখতে পেয়েছিল অনেক সহানুভুতিশীল শ্রোতা।

বাপ্পা গাইছে, অনুষ্ঠানের অনিয়ম ও মৌমাছির ভোঁ ভোঁ শব্দের মত বিভৎস সাউন্ড সিষ্টেমের কারনে তার গান শোনায় কেউ মনযোগী না হলেও, নিদারুণ সহমর্মিতায় মঞ্চে ছুটে গিয়েছিল এ অবুঝ শিশুটি।

আয়োজক সংগঠনটিও উপলব্দি করেছিল সে বিব্রতকর অবস্থাটি। যার ফলে তড়িঘড়ি পরের হপ্তায় শিল্পীদ্বয়কে দিয়ে সিডনী শহর সীমানার প্রায় শেষপ্রান্তের একটি জনবিরল আবাসিক এলাকার ক্ষুদ্র পরিসরে আরেকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানেও তথৈঃবচ, নাবালক আর সাবলক মিলে সর্বসাকুল্যে শ্রোতা হয়েছিল ৫৩ জন। শেষ অবদি সামনের সারির কিছু অবুঝ শ্রোতাদের সাথে আলাপ-প্রলাপ-বিলাপ করেই অনুষ্ঠানটিকে শিল্পীদ্বয় ঘন্টা দুয়েক টেনে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। সিন্দাবাদের বুড়ীর মত প্রবাসে বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে 'কাঁধের বোঝা হয়ে' প্রথানুযায়ী শব্দ নিয়ন্ত্রন ও সার্বিক দুর্বল ব্যবস্থাপনা আগাগোড়া লেগেই ছিল। তবে উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রোতারা শ্রুতিমধুর কিছু না পেলেও শিল্পীদ্বয় কিছু হলেও তারা পেয়েছিল। অর্থাৎ তাদের জীবন-পঞ্জীতে অষ্ট্রেলিয়াতে সংগীতানুষ্ঠান করার গর্বিত বিষয়টি তারা এখন থেকে যোগ করতে পারবে। বাংলাদেশের নিরীহ মানুষ ঘুনাক্ষরেও সেখানে জানবেনা যে প্রবাসী ঐ অনুষ্ঠানগুলোর মান কেমন ছিল অথবা কি পরিমান শ্রোতা

তারা পেয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ফাহমীদা বা বাপ্পা দুজনের কারোরই ত্রুটি ছিল না বলে অনেকেই মন্তব্য করেছিল তখন।

অষ্ট্রেলিয়া ছেড়ে যাওয়ার সময় শান্তনা দিতে এসে তখন 'টেম্পেষ্ট্রা' নামে সিডনী ভিত্তিক একটি সৌখিন বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক সংগঠন বাপ্পার অতৃপ্ত বুকে তাদের সহমর্মিতার ষ্ট্যাথিস্কোপটি এগিয়ে দেয়। শুনতে পায় তারা বাপ্পার খাঁ খাঁ হৃদয়ের ধুক্ ধুক্ স্পন্দন। বিদায়ের মুহুর্তেই বাপ্পা তাদের কথা দিয়ে যায় তিনি পুনুরায় সিডনী আসবেন এবং বাংলাদেশী শ্রোতাদেরকে তার অতৃপ্ত হৃদয়টি উম্মুক্ত করে সুরের মুর্ছনায় তিনি ভাসিয়ে যাবেন। দু'মাসের মাথায় পুনরায় সিডনীতে বাপ্পার ফিরে আসার সংবাদে অনেকে আশ্চর্য্য হলেও সঙ্গীতপ্রেমী প্রবাসী সকল শ্রোতা আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়েছে বলে জানা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশীরা প্রথমবারের মত এবারই দেশ থেকে আগত কোন শিল্পীর সাথে তাদের নুতন বর্ষটি সুরে সুরে উদযাপন করার সুযোগ পাচ্ছেন। ইটালিয়ান, গ্রীক ও লেবানীজ সম্প্রদায় সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু অষ্ট্রেলিয়ানরা নিজ দেশ থেকে শিল্পী এনে বর্ষবরণ করার প্রথা পালন করলেও অভিবাসী বাংলাদেশীদের ইতিহাসে অতিতে কোন সংগঠন বাংলাদেশ থেকে শিল্পী এনে এভাবে কখনো ইংরেজী বর্ষবরণ করেননি। সেদিক থেকে 'টেম্পেষ্ট্রা' সিডনী'র বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক ইতিহাসে শান্তি ও সম্প্রীতির একটি বীজ বপণ করে দিলেন।

মঞ্চ তো নয়, যেন মুরগীর খাঁচা। দীর্ঘাঙ্গিনী ফাহমিদা ও সুউচ্চ পুরুষ বাপ্পা সম্প্রতি এই খাঁচাতেই অনুষ্ঠান করে তাদের 'রেজুমী'তে অষ্ট্রেলিয়া সফর বাক্যটি সংযোজন করছেন। আয়োজকের দারীদ্রতায় নিরীহ শিল্পীদ্বয় বিব্রত।

অনুষ্ঠানের শীর্ষ আয়োজক জনাব জাহাঙ্গীর কবির বাবলু গত ২৮ ডিসেম্বর সাঁঝে কর্ণফুলীর আপিসে ফোন করে জানিয়েছেন যে তাদের স্পন্সরে গত বৃহস্পতিবার (২৮/১২/২০০৬) দ্বিপ্রহরে বাপ্পা মজুমদারের ভিসা ঢাকাতে লেগেছে। বাপ্পা জানুয়ারির ৩ তারিখ ঢাকা থেকে উড়ে ৪ তারিখ সিডনীতে নামবেন। কোন সাথী বা লটবহর নিয়ে নয়, তিনি একাই এবার আসছেন সিডনী জয় করতে। টেম্পেষ্ট্রা উক্ত অনুষ্ঠানের সফলতা নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী। অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষনীয় ও স্মৃতিময় করতে এর সার্বিক পরিচালনা ও উপস্থাপনায় 'কণ্ঠরাজ' নামে খ্যাত সিডনীর বিশিষ্ঠ সাংস্কৃতি প্রেমী সালেহ ইবনে রসুল থাকবেন বলে টেম্পেষ্ট্রা প্রধান জাহাঙ্গীর কবির বাবলু কর্ণফুলীকে জানিয়েছেন। বাপ্পার সঙ্গীত সন্ধ্যার টিকেট সিডনীর প্রায় প্রতিটি বাংলাদেশী গ্রোসারীজ দোকানে ছাড়া হয়েছে। সঙ্গীতপ্রেমীরা এখন থেকে তাদের টিকেট ক্রয় শুরু করেছেন বলে শোনা যায়। সঠিক দুরুত্বে, সঠিক স্থানে আসন সংরক্ষনের জন্যে যে কেউ তাদের টিকেট এখন থেকে সংগ্রহ করে রাখা ভালো বলে অনুষ্ঠানের আয়োজকবৃন্দ জানিয়েছেন।

শব্দ নিয়ন্ত্রনে জাহাঙ্গীর বাবলু ও শিল্পী আতিক হেলাল

অনুষ্ঠানের বিস্তারিত জানতে এখানে টোকা মারুন ⟶ 'লটবহরহীন বাপ্পা'